দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

৭শ' কলেজ শিক্ষক বেতন পাননি দশ মাস, অন্যদিকে ৩ মন্ত্রণালয়ে চলছে ফাইল চালাচালি!

শরিফুজ্জামান পিন্টু

তিন মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার শিকার হয়েছেন দেশের সাত শতাধিক সরকারী কলেজ শিক্ষক। প্রায় দশ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে তাদের বেতন-ভাতা। পরিবার-পরিজন নিয়ে এসব সরকারী শিক্ষক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অথচ শিক্ষা, অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ফাইল চালাচালি অব্যাহত রয়েছে।

সূত্র জানায়, দেশের ৫৬টি সরকারী কলেজের সাত

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

৭শ' কলেজ শিক্ষক

(প্রথম পাতার পর)

শতাধিক শিক্ষক এ দুর্ভোগের শিকার। তাঁদের চাকরি স্থায়ী। কিন্তু পদগুলো অস্থায়ী। কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন সময় বেসরকারী কলেজ সরকারী বা জাতীয়করণ করা হয়। সরকারী হবার পর শিক্ষকের প্রয়োজন হলে জরুরীভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয় অস্থায়ী পদ। এসব পদে নিযুক্ত স্থায়ী শিক্ষকের বেতন-ভাতা প্রদানে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে চলছে গড়িমসি। সূত্র জানায়, সর্বশেষ সপ্তাহখানেক আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পদগুলো স্থায়ী করার জন্য সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে।

জানা যায়, সরকার এনাম কমিটির নীতিমালার ভিত্তিতে এবং ৫৬টি সরকারী কলেজে বিষয়ের গুরুত্ব ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বিবেচনায় '৯৪ সালের অক্টোবরে সাত শতাধিক পদ সৃষ্টি করে। এসব পদের মধ্যে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক রয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই পদগুলো প্রথমে দু'বছরের জন্য অস্থায়ী মেয়াদে সৃষ্টি করে। '৯৬ সালের ৩১ মে এগুলোর মেয়াদ শেষ হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর পদগুলোর চাহিদা বিবেচনা করে চলতি '৯৬-৯৭ অর্থবছরের জন্য ঐ পদগুলো সংরক্ষণের সুপারিশ করে। '৯৬ সালের জুন মাসে এ সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। ইতোমধ্যে অর্থবছরের দশ মাস অতিক্রান্ত হলেও আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ফাইল চালাচালি চলছে। 'রিটেইনশন অর্ডার' না থাকায় '৯৬ সালের আগস্ট থেকে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের নির্দেশে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে।

এদিকে দশ মাস বেতন-ভাতা না পাওয়ায় শিক্ষকদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে তাঁরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। একজন সরকারী কলেজ শিক্ষক হবার পরও এমন দুর্ভোগের শিকার হয়ে ভুক্তভোগীরা পুরোপুরি হতাশ হয়েছেন। কেউবা ছোটাছুটি করছেন মন্ত্রণালয়ে। এ ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে একজন শিক্ষক বা শিক্ষক সংগঠন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের নাগালের বাইরে।

শিক্ষকদের 'রিটেইনশন অর্ডার' সম্পর্কে যোগাযোগ করা হয় শিক্ষাসচিব আব্দুল্লাহ হারুন পাশার সাথে। তিনি বলেন, এটা 'অন গোয়িং প্রসেস'। তবে সময় লাগবে। তিনি জানান, হাজারও সমস্যার মধ্যে এটি একটি সমস্যা মাত্র। শিক্ষাসচিব বলেন, বিষয়টা শুধুমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে নয়। এর সাথে অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ও জড়িত।

রিটেইনশন অর্ডার প্রদানে গড়িমসি ও শিক্ষকদের দুর্ভোগ সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, এ বিষয়টির স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত। দশ মাস ধরে একজন সরকারী কলেজ শিক্ষকের বেতন বন্ধ থাকার বিষয়টি নিঃসন্দেহে অমানবিক।

বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি আলী আকবর খান বলেন, আমরা বার বার পদগুলো স্থায়ী করার দাবি জানিয়ে আসছি, যাতে রিটেইনশন অর্ডারের অপেক্ষায় বছর বছর শিক্ষকদের দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।